ঝিনাইদহে উইকেয়ার প্রকল্পের রাস্তায় আবাদি জমির মাটি কেঁটে নেওয়ার অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে উই কেয়ার প্রকল্পের আওতায় ২৯ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ ও একটি মডেল বাজার নির্মাণের কাজ করছে যশোরের মাইনুদ্দিন বাশি লিমিটেড নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

সম্প্রতি সড়ক ও জনপথ বিভাগের ১৭ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পে প্রতারণায় অভিযুক্ত এই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি এবার ঝিনাইদহের কৃষকদের সর্বনাশ করতে মাঠে নেমেছেন। প্রকল্পের ৯২ কোটি টাকার বরাদ্দে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে হরিণাকুণ্ডুতে এই কাজ করছে ঝিনাইদহের রেজাউল নামের এক সাব ঠিকাদার। তিনি কাজের শুরুতেই সর্বনাশ করেছেন শত শত কৃষকের।

কৃষকদের বোঝানো হয়েছে সরকারের নির্দেশে তারা আবাদি জমি থেকে মাটি কেঁটে নিচ্ছে। এতে করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সরকারের প্রতি ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবাদি জমি রক্ষায় সকল ধরণের কাজ করছেন। কৃষকদের কথা চিন্তা করে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিচ্ছেন। কৃষিতে আগ্রহী করতে প্রণোদনা দিচ্ছেন। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা কার কাছে অভিযোগ দেবে সেই জায়গাও খুঁজে পাচ্ছে না।

প্রকল্পে হরিণাকুণ্ডু-সাধুহাটি ১০.৫ কিলোমিটার সড়ক, হরিণাকুণ্ডু জিসি পায়রাডাঙ্গা ৬.৫ কিলোমিটার সড়ক, হরিণাকুণ্ডু-নারায়ণকান্দি ১০ কিলোমিটার সড়ক, ভবানীপুর-ভেড়াখালি ১.৭৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ ও ভবানীপুর বাজারে একটি মডেল মার্কেট নির্মাণ করা হবে। মোট ২৯ কিলোমিটার সড়কের ৫.৫ মিটার কার্পেটিং ও ১.৮২ মিটার সোল্ডারিংসহ মোট ৭.৩২ মিটার বা ২৪ ফিট চওড়া হবে। হরিণাকুণ্ডু জিসি পায়রাডাঙ্গা ৬.৫ কিলোমিটার সড়কের সোল্ডারিংয়ের কাজ ইতোমধ্যে শেষ করেছেন ঠিকাদার। এই কাজ করতে এই সড়কের দুপাশ দিয়ে কয়েকশত কৃষকের সর্বনাশ করেছেন তারা।

সরজমিনে যেয়ে দেখা যায়, এই মাঠে কৃষকরা বোরো ধানের আবাদ করেছেন। আবাদি জমি থেকেই মাটি কেটে নিয়ে সোল্ডারিং করেছেন

ঠিকাদার। রাস্তার দুপাশ দিয়ে সাড়ে ৪ফিট গভীর খাল খনন হয়েছে এই মাটির চাহিদা মেটাতে। অনেক কৃষক বাধ্য হয়ে জমির অন্য অংশ থেকে মাটি কেটে জমি সমান করে আবারও ধানের চারা রোপন করেছে। অনেকেই বাধ্য হয়ে খনন করা খালে ছেড়েছেন মাছ।

হরিণাকুণ্ডু গ্রামের ওমর আলীর ছেলে তাহাজদ্দির ১৫ কাঠা জমির ৩ কাঠা খালে পরিণত হয়েছে, ফতেহ আলীর ছেলে মতলেবের ১ বিঘা জমির ৪ কাঠা খালে পরিণত, পাশাপাশি আজাহার মন্ডলের ছেলে পটলা, আনিস, রহিম হাজি, শমসের মন্ডলের ছেলে মওলা আলী, একই গ্রামের হাকিম, ভবানীপুর গ্রামের শাহ আলম, হরিণাকুণ্ডু গ্রামের মৃত এবাদত মন্ডলের ছেলে আব্দুল মজিদ, ইশারত মন্ডলের ছেলে হারুন অর রশিদসহ এই সাড়ে ৬ কিলোমিটার সড়কের ধার দিয়ে কৃষকের আবাদি জমি থেকে মাটি কেটে সোল্ডারিং করা হয়েছে। অনেকের জমির টপসয়েল কেটে নেয়ার কারণে বোরো মৌসুমের ধানের আবাদই করতে পারেনি।

হরিণাকুণ্ডু গ্রামের মৃত এবাদত মন্ডলের ছেলে আব্দুল মজিদ বলেন, রাস্তার পাশে আমার ১৩ কাঠা জমি। ধান লাগানোর পরে প্রায় আড়াই কাঠা জমিতে সাড়ে ৪ ফুট গভীর খাল খনন করে রাস্তায় মাটি দিয়েছে। আমার আড়াই কাঠা জমি নষ্ঠ হয়েছে। বাধ্য হয়ে এখন খালে তেলাপিয়া মাছের পোনা ছেড়েছি।

এই গ্রামের ওমর আলীর ছেলে তাহাজদ্দিন বলেন, আমার ১৫ কাঠা জমিতে ধান লাগানো ছিলো। ভেকু মেশিন দিয়ে কাউকে কিছু না বলেই ৩ কাঠার বেশি জমিতে খাল খনন করে রাস্তায় মাটি দিয়েছে। মাটি কাটার খবর পেয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে ভেকু ড্রাইভার বলে সরকারি রাস্তার মাটি লাগবে দিতেই হবে। ইশারত মণ্ডলের ছেলে হারুন অর রশিদ বলেন, আমার প্রায় ৭ কাঠা জমিতে মাটি কেটে বড় গর্ত করে ফেলেছিল। পরে আমি আবার ভেকু ভাড়া করে নিয়ে এসে আমার পার্শ্ববর্তী জমি থেকে মাটি কেটে সমান করে ধানের চারা রোপন করেছি। আমাদের কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়ণি।

মাঠে উপস্থিত কৃষকরা জানালেন, এই মাঠে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম শিলুর জমি রয়েছে কয়েক দাগ। তার একটি জমি থেকে মাটি কাটলেও সে এসে ঠিকাদারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ নিয়ে অন্য জায়গা থেকে মাটি কেটে জমি সমান করেছে। সে প্রভাবশালী হওয়াই তার অন্য জমি থেকে মাঠি কাটেইনি। যেকারণে পার্শ্ববর্তীর জমির মালিকরা আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এই বিষয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা প্রকৌশলী রাকিবুল হাসান বলেন, সিডিউলে স্থানীয় সোর্স থেকে মাটি কাটার কথা বলা আছে তবে সেটা ঠিকাদরকে সমঝোতা করে নেওয়ার কথা বলা আছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক মাইনুদ্দীন বাশীর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি। বলা হয় সাব ঠিকাদার রেজাউলের সাথে যোগাযোগ করতে। রেজাউল ইসলামের কাছে কৃষকের আবাদি জমি থেকে মাটি কাটার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বলতে। ইঞ্জিনিয়ার সব জানেন। এই দিকে এই সড়কের পাশে জমি থাকা কয়েক গ্রামের মানুষ ও কৃষক এই ঘটনায় চরম নাখোশ হয়েছে। তারা আবাদি জমির ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। তারা দাবি করেছেন সরজমিন তদন্ত করার।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা প্রকৌশলীর অফিস কাজের বিষয়ে জানান, ২৯ কিলোমিটার সড়কের ১.৮২ মিটার সোল্ডারিংয়ের জন্য অবশ্যই স্টিমেটে একটা বড় অংকের খরচ ধরা হয়েছে। কিন্তু কিন্তু ঠিকাদার যদি কৃষকের আবাদি জমি ক্ষতি করে সেটা দুঃখজনক। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের এক কর্মচারী নাম গোপন রাখার শর্তে বলেন, রাস্তার পাশ থেকেই মাটি কেটে নেওয়াই মাত্র ৪/৫ লাখ টাকার ভেকু ভাড়া দিয়েই সোল্ডারিংয়ের কাজ করা হয়েছে সাড়ে ৬ কিলোমিটার রাস্তায়।

এই বিষয়ে ঝিনাইদহ জেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অদিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মনোয়ার উদ্দিন বলেন, এই প্রকল্প নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ পাচ্ছি। যদি কোন কৃষকের ক্ষতি করে থাকে তাহলে কাজ বন্ধ করে দেবো। আবাদি জমি থেকে মাটি কাটার কোন সুযোগ নেই। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক ও কৃষি বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাশে দাঁড়ানোর দাবি করেছেন। তারা বলেছেন প্রয়োজনে তাদের দাবি নিয়ে মানবন্ধন করবেন।

দর্শনা সড়কের ৭৯ টি গাছ কাটার অপরাধে ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা

দর্শনা পরানপুর মোড় থেকে লোকনাথপুর পর্যন্ত সড়ক নিমার্ন কাজ চলাকালীন অবস্থায় ৭৯টি গাছ কাটার অপরাধে মকুল শাহসহ ৮ জনের

বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা হয়েছে।

সড়কের পাশে জমির কৃষকরা তাদের জমির সামনের গাছ বিভিন্ন প্রজাতির ৭৯টি গাছ কেটে নেয়। এ খবর পেয়ে গত ২০/০২/২০২৪ তারিখ বিকাল ৫টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা নিবার্হী অফিসার রোকসানা মিতা জেলা পরিষদের নিবার্হী প্রধান মিজানুর রহমান ও সহকারী নিবার্হী ইসরাইল হোসেনসহ বেশ কয়েকজন কর্মকতার্ ঘটনা পরিদর্শন করেন।

এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে পরানপুর গ্রামের হাজী গোলজার মিয়ার ছেলে আনোরুল অজিম (৪৫), বাবর আলীর ছেলে খোকন (৪০,সানোয়ার মন্ডলের ছেলে বাবু (৪২), মাসুদ (৪৫) পিতা অজ্ঞাত, নবাব আলীর ছেলে মহসিন আলী, লোকনাথপুর মৃত ওয়াদুদ শাহের ছেলে গ্রামের মুকুল শাহ (৪৫), ইদ্রিস আলী (৪০) পিতা অজ্ঞাত, লোকনাথপুর গ্রামের সদু মিয়ার ছেলে রমজান আলী (৪০), হাবিবুর রহমানের ছেলে গটু (৪৫)সহ আরো ৫/৬ জনের বিরুদ্ধে আসামী করে দর্শনা থানায় একটি মামলা হয়েছে।

এ সব জমির মালিকদের কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে জমির মালিকরা বলেন, আমাদের জমির সামনে সড়কের পাশে আমাদের নিজেদের লাগানো এই গাছগুলো। আমাদের গাছ কাটার কোন প্রয়োজন ছিলো না। পরানপুর গ্রামের সার ও কীটনাশক বিক্রেতা বলেন কয়েকদিন আগে সড়ক নিমার্নের সাথে সংশ্লিষ্ট সেলিম উদ্দিন নামে একজন সরকারি পরিচয় দিয়ে বলেন, সড়কের কাজ চলছে আপনাদের যার যার জমির পাশের সড়কের গাছ আছে সেগুলো কেটে নেন। এ কথা শুনার পর আমরা আমাদের জমির সামনের সড়কের পাশের গাছ কেটে নিয়।

এ ছাড়াও কৃষকরা আরো বলেন, আমাদের লাগানো গাছ গুলো কেটে নিয়েছি। আর এঘটনায় এখন আমাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আমাদের কি অপরাধ। বিষয়টি সঠিক তদন্ত করে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যহারের দাবী করছি।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার শাহা বলেন,দর্শনা পরানপুর – লোকনাথপুর সড়কের গাছ কাটার অপরাধে ২১ফেব্রুয়ারি বুধবার ৮ জনের নাম উল্লেক করে অজ্ঞাত ১৫-২০ জনের নামে মামলা হয়েছে যার মামলা নং১৫।

কুষ্টিয়ার পদ্মা নদীতে বালু উত্তোলনের দায়ে ৪ জনের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে চারজনকে ৩ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দবির উদ্দিন এ আদালত পরিচালনা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার বাহিরচর ইউনিয়নের ষোলদাগ এলাকার ছামেদুল ইসলাম (৪০), একই এলাকার সোহাগ আলী (৩৮) আলমগীর হোসেন (২৭) ও মাহাবুল ইসলাম (৩৭)।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে কিছু অসাধু বালু ব্যবসায়ী অবৈধভাবে পদ্মা নদীর থেকে বালু উত্তোলন করে বিক্রয় করে আসছিল। অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলার হাটশহরিপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনের ১০ এর (৫) ক ধারায় চার জনকে ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে আসামিদের জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

জীবননগরে ভেজাল থিয়োভিট

উদ্ধার,ব্যবসায়ীকে জরিমানা

জীবননগরে ভ্র্যাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়ে ভেজাল থিয়োভিট উদ্ধার এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ৫হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করেছে ।

আজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার সময় জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার ভ’মি তিথি মিত্র জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় জীবননগর উপজেলার বাকা ব্রিক ফিল্ডের মের্সাস সাগর ট্রেডার্সে ভেজাল বিরোধী অভিযান চালিয়ে দোকানের মধ্যে থেকে ৬ প্যাকেট নিন্মমানের ভেজাল থিযোভিট উদ্ধার করে।

এ সময় মেসার্স সাগর ট্রেডার্সের মালিক সিরাজুল ইসলামকে ভেজাল থিয়োভিট বিক্রি করার অপরাধে নগদ ৫হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করেন।

মেসার্স সাগর ট্রেডার্সের মালিক মোঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন,আমি সিনজেন্টার থিয়োভিট গুলো দামুড়হুদা বাজারের মের্সাস নাঈম ট্রেডার্সের নিকট থেকে ক্রয় করেছি আমি তো জানি না এ গুলো ভেজাল সে আমার নিকট থেকে সিনজেন্টার থিয়োভিটের দাম নিয়েছে।

জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার ভুমি তিথি মিত্র বলেন,একটি গোপন সুত্রে জানতে পারি বাকা ব্রিক ফিল্ডের একটি কীটনাশকের দোকানে ভেজাল থিয়োভিট বিক্রয় করা হচ্ছে এ সংবাদ পেয়ে বাকা ব্রিক ফিল্ডের মের্সাস সাগর ট্রেডার্সে অভিযান পরিচালনা করে তার দোকান থেকে ৬ প্যাকেট নকল থিয়োভিট উদ্ধার করা হয় । উদ্ধারকৃত মালামালগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। কৃষকদের সাথে প্রতারনা করায় ওই প্রতিষ্ঠানের মালিককে জরিমানা প্রদান করা হয় এবং তাকে সর্তক করা হয়। জনস্বার্থে এবং কৃষকদের স্বার্থে ভেজাল বিরোধী এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করেন জীবননগর উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ মনিরুজ্জামান।

কুষ্টিয়ায় সপ্তাহব্যাপী হাঁস মুরগী পালন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন ও সনদপত্র প্রদান

কুষ্টিয়ায় সপ্তাহব্যাপী হাঁস মুরগী পালন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে কুষ্টিয়া পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডে কুঠিপাড়া বড় ড্রেনের মোড় সংলগ্ন কমিউনিটি সেন্টারে সমাপনী অনুষ্ঠানে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সনদপত্র প্রদান করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আতিকুল ইসলাম।

‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’র সভাপতি সাদিক হাসান রহিদের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী যুব উন্নয়ন অফিসার মিজানুর রহমান, প্রশিক্ষক আবুল মিয়া, সংস্থার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ চমক, কোষাধ্যক্ষ তানজিল, সাংগঠনিক সম্পাদক রুম্পা খাতুন প্রমুখ।

পরে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র প্রদান করেন অতিথিবৃন্দ। এতে ৩০ জন উদ্যোমী তরুণ তরুণী অংশগ্রহণ করে।

এর আগে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি সপ্তাহব্যাপী পারিবারিক হাঁস- মুরগী পালন অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়।

২০১৮ সালে কিছু উদ্যোমী তরুণদের নিয়ে গঠন করা হয় ‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’র নামের এ সংগঠনটি। এ সংগঠনের মাধ্যমে বেকার যুব ও যুব নারীদেরকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন অফিসের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তুলে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে এ সংগঠনের মাধ্যমে কয়েক শতাধিক বেকার যুব ও যুব নারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলেছেন। ‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’র সভাপতি আত্মকর্মী যুবক সাদিক হাসান রহিদ বলেন, আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করি। কোন সরকারী চাকুরীর দিকে না তাকিয়ে বেকার জনগোষ্ঠীদের নিয়ে কাজে নেমে যায়।

দামুড়হুদায় ২দিন ব্যাপী কৃষি মেলার উদ্বোধন

দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের বিষ্ণুপুর হাই স্কুল মাঠে দুই দিনব্যাপী কৃষি মেলার শুভ উদ্বোধন করলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা। আজ সোমবার বেলা ১১ টার দিকে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন, আমাদের দেশের কৃষকরাই হলো সেরা বিজ্ঞানী, কৃষিকাজে আমরা প্রতিনিয়তই তাদের কাছ থেকে কিছু না কিছু শিখি। কৃষি কাজে প্রচুর পরিমানে পানির ব্যবহার করা হয়, সে পানি যেন যুগোপযোগী ভাবে ব্যবহার হয় এবং পানির সাশ্রয় করা যায়। অর্থাৎ দক্ষ পানির ব্যবহার এবং উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা। এই কৃষি উৎপাদন করতে গিয়ে আমরা যে পানি ব্যবহার করি, সেই পানি যাতে অপচয় না হয় সেদিকে বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হবে। একটা ইউনিয়নে মাঠের পর মাঠ এত ধান চাষ হয়, তাহলে সেখানে কতো পানির ব্যাবহার করা হয়। এই পানি কোনভাবেই অপচয় করা যাবে না। সব ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে পানির ব্যবহার করা হয়। এই পানি সাশ্রয় করে কমিয়ে কিভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায়, সে দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। তাই এই কৃষি মেলার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দক্ষ ভাবে পানি কিভাবে ব্যবস্থাপনা করা যায়, পানির উত্তম ব্যবহার করে কৃষি ব্যবস্থাপনা কিভাবে করা যায়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি তদন্ত মাহবুবুর রহমান সহ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত কৃষকেরা, বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা, আমন্ত্রিত অতিথি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেশের সম্পদ লুটপাট

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা টু মুজিবনগর মহাসড়কের পাশে থাকা সরকারি গাছের ডাল এবং গাছ কেটে দিনে দুপুরে পাঁচার হয়ে যাচ্ছে যেন দেখার কেউ নেই। প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেশের সম্পদ লুটপাট করে খাচ্ছে।

হাউলী ইউনিয়নের রুদ্রনগর গ্রামের মজিদের ছেলে মোঃ বিল্লাল হোসেন (৪০) নামের এই তরতাজা যুবক দেশের সম্পদ জনগণের সম্পদ লুটপাট করে খাচ্ছে। সে এবং তার কিছু সঙ্গ পাঙ্গ।

সরজমিনে খোঁজ খবর নিয়ে জানা যায় সে পেশায় একজন দেশের সম্পদ জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ কারী। যেখানে সরকারি মালামাল আছে সেখানে তার লুটপাট আছে। আর তাঁর পাশাপাশি লোক দেখানো পাখিভ্যান চালিয়ে মানুষকে দেখায় আমি সৎ উপার্জন করি। আসলে তিনি সৎ উপার্জন করেন না, তিনি অসৎ কাজে লিপ্ত থাকে এমনকি দুষ্টু পানি, কোমলপানিসহ, নানা ধরনের মাদকদ্রব্যে আসক্ত গ্রামের লোকজনের সাথে ভালো সম্পর্ক নাই এমনকি যাবতীয় দুষ্ট পানি পান করে গ্রামের লোকজনের সাথে দাঙ্গামা হাঙ্গামা করে, তাঁর ভয়ে গ্রামের কেউ কথা বলার সাহস পায় না ।

তিনাকে গ্রামের লোকজন বাঁধা দিতে গেলে তিনি বলেন আমি কাউকে তোয়াক্কা করি না, আমার ভাই অমক আমার ভাই তমুক আমার পিছনে বড় বড় লোকের হাত আছে। এমনকি আমি প্রশাসন কেউও তোয়াক্কা করি না। আমি জেল জরিমানার ও ভয় করি না, জেলখানা আমার শশুর বাড়ির মতো, সকালে গেলে বিকালে বাড়ি চলে আসবো ইত্যাদি ইত্যাদি ।

বিষয়টি দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা কে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ জানাচ্ছি দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসীসহ সচেতন মহল।

কুষ্টিয়ায় ঘাসের জমি থেকে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ঘাসের জমির ভিতর থেকে উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের পয়ারী গ্রামের মৃত আরশেদ আলীর ছেলে আজিবার (৫৬) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সোমবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার আমলা ইউপির অঞ্জনগাছী গ্রামের জোয়াদ্দারপাড়ার ঘাসের জমির ভেতর থেকে লাশটি উদ্ধার করে মিরপুর থানা পুলিশ। এ সময় তার নিকট হতে দুটি লোহার খন্ড উদ্ধার করে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে কৃষকরা মাঠে ঘাস কাটতে গেলে লাশ দেখে পুলিশে খবর দেন। পরের স্থানীয় চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের উপস্থিতিতে সাধারণ মানুষ জন ব্যক্তিটিকে সনাক্ত করে। নিহত আজিবর রহমান এর শ্বশুর বাড়ি অঞ্জন গাছি এলাকায়। তবে তিনি দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুর জেলার গাংনী নিশিপুর এলাকায় নতুন বিয়ে করে বসবাস করে আসছিলেন। তাকে দীর্ঘদিন এলাকায় দেখা যায় না বলেও জানান স্থানীয়রা।

আমলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান একলিমুর রেজা বলেন, নিহত ব্যক্তি ‘আজিবর চোর’ নামে পরিচিত ছিল । তিনি আগে ও এখনো বিভিন্ন জায়গায় চুরির কাজে যুক্ত ছিলেন বলে জানান তিনি।

ঘটনার ব্যাপারে মিরপুর থানার ওসি মোস্তফা হাবিবুল্লাহ বলেন, সংবাদ পেয়ে আমরা লাশ টি উদ্ধার করেছি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে, আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

দামুড়হুদায় বসন্তের আগমনে গাছে গাছে শোভা পাচ্ছে আমের মুকুল

দামুড়হুদা উপজেলায় বসন্তের সাথে সাথে আম গাছগুলোতে দেখা মিলছে প্রচুর আমের মুকুল ৷ মুকুলের মৌ- মৌ গন্ধে মুখরিত দামুড়হুদা উপজেলার গ্রাম – গঞ্জ। মুকুল থেকে চলছে মৌমাছির মধু সংগ্রহের উৎসব ৷

উপজেলার সদর সহ সকল গ্রামের আম গাছগুলতে মুকুলে ভরপুর। উপজেলার আম গাছে উঁকি দিচ্ছে আমের মুকুল। বাতাসে মুকুলের মৌ মৌ সুবাস বইছে। গাছে গাছে এখন আমের মুকুল শোভা পাচ্ছে। মুকুল গুলো যেনো নষ্ট না হয় সেজন্য ইতোমধ্যে বাগান মালিকরা বাগান পরিচর্যার ব্যস্ত সময় পার করছেন।শোনা যাচ্ছে কোকিলের মিষ্টি সুরের কুহু কুহু ডাক আর মৌমাছির গুণ গুণ গানের গুঞ্জন। মুকুলের মিষ্টি ঘ্রাণ যেন জাদুর মতো কাছে টানছে তাদের। গাছের প্রতিটি শাখা- প্রশাখায় চলছে ভ্রমরের সুর ব্যঞ্জনা। বসন্তের স্নিগ্ধতার মাঝেও শোভা ছড়াচ্ছে স্বর্ণালি মুকুল।উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে, বাগান সহ কিছু কিছু বাড়ির উঠানে আম গাছে শোভা পাচ্ছে মুকুল। বাতাসে মুকুলের সুবাসিত পাগল করা ঘ্রাণ।

গাছের আমপাতার সবুজ বিছানায় মুকুলের সোনালি রেণু যেন ফুলশয্যা সাজিয়েছে ফাগুনকে। সেই সঙ্গে বিদায় নিচ্ছে শীতকাল। তবে আবহাওয়ার ওপর আমের ফলন নির্ভর করে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এ বছর আমের ফলন ভালো হবে বলে মনে করছেন আম চাষিরা। বাগান মালিকরা জানান, আগাম মুকুল দেখার পর তারা অনেক খুশি। এই মুকুল টিকে থাকলে এবার আমের বাম্পার ফলন পাওয়া যাবে। তবে ঘন কুয়াশা থাকলে মুকুল পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

দামুড়হুদার জয়রামপুর মল্লিক পাড়ার আম ব্যবসায়ী কাওছার আলী বলেন , গতবছর ১২ বিঘা জমিতে আম বাগান ছিলো যা ঝড়ের কারণে ব্যাপক ক্ষতি হয়, তাতে করে আমি গত বছর মোটা অংকে লচে ছিলাম। এ বছর লাভের আশায় গত বছরের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে ৬ দাগে ১৭ বিঘাা জমির আম বাগান নিয়েছি। বর্তমানে আম গাছে যাতে কোনো পোকার আক্রমণ বা মুকুল নষ্ট না হয় সেজন্য ঔষধ দিয়ে পরিচর্যা করছি। মুকুলের পরিমাণ মোটামুটি ভালো আছে ৷ আবহাওয়া শেষ পর্যন্ত ভালো থাকলে এ বছরে গত বছরের ক্ষতি পুষিয়ে লাভবান হতে পারবো।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ শারমিন আক্তার জানান, আমরা সবসময় আম চাষীদের সকল ধরণের পরামর্শ দিয়ে সহযোগীতা করছি ৷ প্রয়োজনে আমরা সবসময় তাদের পাশে আছি। এবছরে উপজেলাতে ৭৯৫ হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় প্রথমবারের মতো সুপারফুড ‘চিয়া বীজ’ চাষ

প্রথমবারের মতো কুষ্টিয়া কুমারখালীতে চাষ হচ্ছে সুপারফুড চিয়া বীজ। উপজেলার জগন্নাথপুর মাঠে ১০ শতাংশ জমিতে চিয়া বীজ চাষ করেছেন মহিউদ্দিন নামে এক কৃষক। আশানুরূপ ফলনের প্রত্যাশা করছেন তিনি।

জগন্নাথপুর মাঠে বিস্তীর্ণ জমিতে গাঢ় সবুজ রঙের গাছ দুলছে। প্রতিটি গাছ লম্বায় প্রায় তিন ফুট। গাছে বেগুনি রঙের ফুল এসেছে। এসেছে গুটি গুটি ফলও। এর নাম ‘চিয়া বীজ’।

চিয়া সিড পুষ্টিকর খাবার। এতে আছে দুধের চেয়ে ৫ গুণ বেশি ক্যালসিয়াম, কমলার চেয়ে ৭ গুণ বেশি ভিটামিন সি, পালং শাকের চেয়ে ৩ গুণ বেশি আয়রন, কলার চেয়ে দ্বিগুণ পটাশিয়াম, মুরগির ডিম থেকে ৩ গুণ বেশি প্রোটিন, স্যামন মাছের চেয়ে ৮ গুণ বেশি ওমেগা-৩। পুষ্টিকর এই খাবারটি সপ্তাহের সাত দিনই খাওয়া যায়। তবে ৩-৪ দিন খেলেও শরীরে উপকারে আসে।

উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামের কৃষক মহিউদ্দিন আহমেদ জানান, কৃষি বিভাগের পরামর্শে তিনি এই নতুন ফসল ১০ শতাংশ জমিতে চাষ করেছেন। কৃষি বিভাগ বীজ সরবরাহ করেছে এবং চাষ পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছে।

কৃষক রা’ বলেন, এর আগে এই ফসল কোনোদিন দেখিনি। কৃষি বিভাগ থেকে জেনেছি, এই ফসল মানব শরীরের জন্য খুবই উপকারী। বাজারে এই ফসলের মূল্য অনেক বেশি। ভালো ফলন ও বাজার সুবিধা পেলে আগামীতে আরও বেশি জমিতে এই ফসল চাষ করবে বলেন স্থানীয় কৃষকরা।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, চিয়া বীজ মধ্য আমেরিকার একটি উদ্ভিদ। পুদিনার একটি প্রজাতি। বিভিন্ন পোষক পদার্থের উপস্থিতির জন্য এটিকে সুপারফুড বলা হয়। প্রতি বিঘা জমিতে চিয়া বীজ উৎপাদন করতে খরচ হয় ১২-১৫ হাজার টাকা। বীজ উৎপাদন হয় ৭০-৮০ কেজি। প্রতি কেজি বীজ বিক্রি হয় ৭০০-১০০০ টাকা দরে। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চিয়া বীজ বপন করতে হয়। ফলন ঘরে তোলা যায় মার্চের শেষ থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে। চিয়া বীজ উৎপাদনে জৈবসারের ব্যবহার বেশি করতে হয়।

বিভিন্ন গবেষণার সূত্র উল্লেখ করে কৃষি বিভাগ জানায়, শর্করা, ফাইবার, ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাসসহ একাধিক খনিজ পদার্থ রয়েছে চিয়া বীজে। এ ছাড়া, একাধিক ভিটামিন ও প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট রয়েছে চিয়া বীজে। রয়েছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডও। ফলে শরীরে পাচনতন্ত্র ও মেটাবলিজমের জন্য অত্যন্ত উপকারী চিয়া বীজ। চিয়া বীজে ফাইবারের পরিমাণ থাকে অনেক। প্রয়োজনীয় ফাইবার পাওয়া যায় এই বীজ থেকে। ফাইবারের প্রাধান্যের কারণে হজম প্রক্রিয়া ভালো থাকে।

চিয়া বীজ পাচন প্রক্রিয়া ঠিক রাখায় কমতে পারে ওজনও। এ ছাড়াও, শরীরে অতিরিক্ত চর্বি কমাতেও সহায়ক। চিয়া বীজ খেলে শরীরে কোলেস্টেরলের সমস্যা কমে। রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করে এই বীজ।

ফল বা দইয়ের মতো বিভিন্ন ধরনের খাবারের সঙ্গে খেতে হয় এই বীজ। পানিতে ভিজিয়ে রেখেও খাওয়া যায়। শরবতে ব্যবহার করা যায়। লেবুর রসের সঙ্গে বা দুগ্ধজাত পদার্থের সঙ্গে মিশিয়েও খাওয়া যায়।

কৃষক মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানতাম যে, চিয়া বীজ অনেক পুষ্টিকর খাদ্য। পরীক্ষামূলক ভাবে ১০ শতাংশ জমিতে এবার চিয়া বীজ চাষ করছি । প্রথমে যশোর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে চিয়া বীজ পেয়ে এই চাষ শুরু করি । আশানুরূপ ফলন পেলে অবশ্যই আরো বেশি জমিতে চাষ করবো। চিয়া চাষ অত্যন্ত লাভজনক হওয়ায় এই চাষে দিন দিন কৃষকরা আগ্রহ হবে বলে মনে করেন তিনি।

উপজেলা উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম বলেন, কুমারখালীতে এই প্রথম চিয়া বীজ এর চাষ হচ্ছে উপজেলার জগন্নাথপুর মাঠে। এই চাষটি খুব লাভজনক হওয়ায় আমরা কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছি যাতে তারা চাষটি বৃদ্ধি করে।

কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ দেবাশীষ কুমার দাস বলেন, ‘চিয়া বীজ খেলে মানবদেহের শক্তি ও কর্মক্ষমতা বাড়ে। এ বীজ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করে। সেই সঙ্গে ওজন কমানো, সুগার স্বাভাবিক রাখা, হাড়ের ক্ষয়রোধ করে। এ ছাড়া প্রচুর পরিমাণ ফাইবারসমৃদ্ধ চিয়া পেট পরিষ্কার রাখে ফলে কোলন ক্যানসারের ঝুঁকিও কমায়। উপজেলা কৃষি অফিস সব সময় কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। এই চাষ আরো বাড়বে বলে আশা করেন তিনি। সব ধরনের পরামর্শ ও সহযোগিতা করে যাচ্ছে কৃষি অফিস।